বিসিএস জার্নি

মান্না দে

⇨ ICC এবং ICJ এর মধ্যে কার্যকরী পার্থক্য

ভূমিকাঃ

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস হল আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে দুটি বড় নাম। এই ধরনের অনুরূপ-শব্দযুক্ত নাম এবং আপাতদৃষ্টিতে একই কাজের সাথে বিভ্রান্ত হতে পারে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 1919 সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি সম্মেলন, রাজনৈতিক নেতা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য অভিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের বিচার করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রস্তাব করেছিল। এটি আবার 1937 সালে লীগ অফ নেশনস দ্বারা আলোচিত হয়েছিল, যার ফলে একটি সম্মেলন হয়েছিল, কিন্তু এটি কোথাও নেতৃত্ব দেয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, মিত্রশক্তি যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত নেতাদের বিচারের জন্য দুটি অ্যাডহক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। অবশেষে 1948 সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়। আন্তর্জাতিক আইন কমিশন (ILC) এর জন্য দুটি আইনের খসড়া তৈরি করেছিল কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধের শুরুতে সেগুলি আবার বাদ দেওয়া হয়েছিল।

1989 সালে এই ধারণাটি আবার পুনরুজ্জীবিত হয় এবং জাতিসংঘ আইএলসিকে একটি স্থায়ী আদালতের জন্য একটি আইনের খসড়া তৈরির দায়িত্ব দেয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের জন্য চূড়ান্ত খসড়া আইন 1994 সালে সাধারণ পরিষদে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং অবশেষে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধি গৃহীত হয়েছিল। 60টি অনুসমর্থনের পর, রোম সংবিধি 2002 সালে কার্যকর হয় এবং এইভাবে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত

লিগ অফ নেশনস চুক্তির 14 অনুচ্ছেদ একটি স্থায়ী আদালত অফ ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস (PCIJ) প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদান করেছে, যা আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে এবং লীগ অফ নেশনস এর সমাবেশ দ্বারা উল্লিখিত যেকোন প্রশ্নে একটি পরামর্শমূলক মতামত দিতে পারে। এইভাবে, এই আন্তর্জাতিক আদালতের জন্ম হয়েছিল 1922 সালে। এটি বহু বিতর্কিত মামলার সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু 1930-এর দশকে কার্যকলাপে হ্রাস পায় এবং 1939 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর কার্যক্রম হ্রাস পায়। একটি নতুন আন্তর্জাতিক আদালত, যেটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে এবং যা অ-ইউরোপীয় দেশগুলিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ দিবে। এটি আন্তর্জাতিক বিচার আদালত দিয়েছে।

পিসিআইজে শেষবারের মতো 1945 সালের অক্টোবরে মিলিত হয়েছিল এবং এর আর্কাইভ এবং প্রভাবগুলিকে নতুন আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে স্থানান্তরিত করেছিল, যার পূর্বসূরির মতো, নেদারল্যান্ডসের হেগের শান্তি প্রাসাদে এর সদর দফতর ছিল। ICJ এর প্রথম সদস্যদের নির্বাচন 1946 সালের 6 ফেব্রুয়ারি, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রথম অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়।

যেকোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার নিজস্ব সদর দফতর প্রয়োজন, যেখান থেকে এটি তার বিশ্বব্যাপী কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সদর দফতরের অবস্থান একই দুটি সংস্থার মধ্যে পার্থক্য নেই, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত উভয়ের হেগ, নেদারল্যান্ডসে তাদের সদর দফতর রয়েছে।

জাতিসংঘের সাথে সম্পর্ক

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত একটি স্বাধীন সংস্থা এবং জাতিসংঘের একটি অংশ নয়। তারা পাশাপাশি কাজ করে এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আইসিসির কাছে আন্তর্জাতিক অপরাধ জড়িত পরিস্থিতি উল্লেখ করতে পারে।

এদিকে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত জাতিসংঘের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এটির প্রাথমিক বিচার বিভাগীয় শাখা হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও রায় কার্যকর করে।

সদস্যঃ

বর্তমানে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রায় 105 সদস্য রয়েছে। 2017 সালে, আফ্রিকান ইউনিয়ন সদস্য দেশগুলিকে ICC ত্যাগ করতে উৎসাহিত করার জন্য একটি রেজোলিউশন নিয়েছিল, কারণ এটি অন্যায়ভাবে শুধুমাত্র উন্নয়নশীল বিশ্বের উপর ফোকাস করার অভিযোগের কারণে বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এর শুরু থেকেই শুধুমাত্র তাদের নেতাদের শাস্তি দিয়েছে। বুরুন্ডি এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলি আসলে তাদের প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে গেছে। পরের বছর, 2018 সালে, ফিলিপাইন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো কিছু দেশ, আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে তাদের সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরের বিষয়ে উদ্বেগের কারণে কখনও আইসিসিতে যোগ দেয়নি।

ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস এর সদস্য হিসাবে জাতিসংঘের সকল সদস্য রয়েছে, যার অর্থ প্রায় 193 টি দেশ। স্পষ্টতই, আইসিজে আইসিসির চেয়ে একটি বড় সংস্থা এবং এর একটি বিস্তৃত সদস্যপদ রয়েছে।

কর্তৃত্বের পার্থক্যঃ

এই উভয় সংস্থাই তাদের বিষয়গুলি পরিচালনা করার এবং বিশ্বের দেশগুলি দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং অনুমোদিত কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি বা বিধি দ্বারা তাদের কার্য সম্পাদন করার কর্তৃত্ব লাভ করে। আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত রোম সংবিধি থেকে তার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, যা 2002 সালে অনুমোদন করা হয়েছিল এবং কার্যকর করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত জাতিসংঘের সনদ থেকে তার কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, যা 1945 সালে জাতিসংঘের সকল সদস্য দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যে দেশগুলি জাতিসংঘের সদস্য নয় তারাও আইসিজে-এর পক্ষ হতে পারে। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের সংবিধি অনুমোদন করে, যার বর্তমানে 50 জন স্বাক্ষরকারী রয়েছে।

কাজের পরিধি

নাম অনুসারে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ফৌজদারি বিষয় নিয়ে কাজ করে। এটি 2002 সালে রোম সংবিধি দ্বারা গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের আন্তর্জাতিক অপরাধের জন্য ব্যক্তিদের তদন্ত ও

বিচার করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপতিদেরও কোনো অনাক্রম্যতা দেওয়া হয় না।

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ওয়েবসাইটটি যে ধরনের অপরাধের বিচার করে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে, যা নিম্নরূপ:

গণহত্যার অপরাধ, যার অর্থ একটি জাতীয়, জাতিগত, জাতিগত বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার নির্দিষ্ট অভিপ্রায়, হয় এর সদস্যদের হত্যা করে।

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, যা বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে বড় আকারের আক্রমণ জড়িত গুরুতর লঙ্ঘন। রোম সংবিধিতে 15টি মানবতাবিরোধী অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন খুন, ধর্ষণ, দাসত্ব ইত্যাদি।

যুদ্ধাপরাধ, যা দেশগুলির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে জেনেভা কনভেনশনের গুরুতর লঙ্ঘন। এসব অপরাধের মধ্যে রয়েছে শিশু সৈন্যদের ব্যবহার, যুদ্ধবন্দীদের হত্যা বা নির্যাতন ইত্যাদি।

আগ্রাসনের অপরাধ, যা এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা বা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র শক্তির ব্যবহার। এটি জুলাই 2018 এ আইসিসির কাজের পরিধিতে যুক্ত করা হয়েছিল।

আইসিসি হল "শেষ আশ্রয়ের আদালত"। এটি তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে যখন একটি রাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, বা যখন একটি সরকার জঘন্য আন্তর্জাতিক অপরাধের অপরাধী হয়।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত একটি দেওয়ানি আদালত।

এটি 1946 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং এটি সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করে এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বা অন্যান্য অনুমোদিত আন্তর্জাতিক সংস্থার আকারে এই সদস্য রাষ্ট্রগুলি দ্বারা উল্লেখিত আন্তর্জাতিক আইনি সমস্যাগুলির উপর পরামর্শমূলক মতামত দেয়। এটি সাধারণত সার্বভৌমত্ব এবং সীমানা, চুক্তি লঙ্ঘন, সামুদ্রিক বিরোধ, বাণিজ্য বিরোধ ইত্যাদি বিষয়গুলির সাথে মোকাবিলা করে। এটি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সহযোগিতার অন্যতম প্রধান গ্যারান্টার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং এই কারণে এটিকে বলা হয় বিশ্ব আদালত।

এখতিয়ারঃ

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আঞ্চলিক এখতিয়ার তার সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে সীমাবদ্ধ। এছাড়াও, আমরা বলতে পারি যে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের অপরাধের তিনটি ক্ষেত্র তদন্ত করার এখতিয়ার রয়েছে, যা হল:

- সদস্য দেশগুলিতে সংঘটিত অপরাধ।
- সদস্য-দেশের লোকজনের দ্বারা সংঘটিত অপরাধ।
- যে অপরাধগুলো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ চায় আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত তদন্ত করুক।

আন্তর্জাতিক অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরও বিচারের আওতায় আনতে পারে আইসিসি।

- ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের আঞ্চলিক এখতিয়ার আরও বিস্তৃত, কারণ এটি জাতিসংঘের যে কোনো সদস্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি মোকাবেলা করতে পারে, যার অর্থ মূলত বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশ। আইসিজে, তবে, কেবলমাত্র সেই মামলাগুলিকে ট্রায়ালে আনতে পারে যেখানে দেশগুলি উপস্থিত হয়। আইসিসির মতো, এটি ব্যক্তিদের, বেসরকারী সংস্থা, কর্পোরেশন বা অন্য কোন বেসরকারী সংস্থার আবেদনগুলি মোকাবেলা করার এখতিয়ারও নেই। এটি তাদের আইনি পরামর্শ দিতে পারে না বা জাতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের লেনদেনে সহায়তা করতে পারে না। একটি রাষ্ট্র তার যে কোন নাগরিকের মামলা আদালতে নিতে পারে যেখানে নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের হাতে ভুক্তভোগী হয়েছে বলে দাবি করেছে। কারণ এই ধরনের বিরোধ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধে পরিণত হয়, যার উপর ICJ এর এখতিয়ার রয়েছে।

<u>গঠনঃ</u>

আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত 18 জন বিচারক নিয়ে গঠিত যারা আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, যেখানে প্রতিটি বিচারক নয় বছরের মেয়াদে কাজ করেন। তারা সকলেই আইসিসির সদস্য দেশ থেকে এসেছেন, তবে তাদের মধ্যে দুজন একই দেশের হতে পারেন না।

একজন প্রসিকিউটর রয়েছেন, যিনি অপরাধের তদন্ত করেন এবং যদি তিনি প্রমাণ পান যে একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, তাহলে তিনি বিচারকদের বিচার শুরু করতে বলেন। এছাড়াও, আইসিসির ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয় পক্ষগুলির অ্যাসেম্বলি দ্বারা দেখাশোনা করা হয়, যারা প্রসিকিউটর এবং বিচারকদের নির্বাচন করে। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রতিটি সদস্য দেশের একটি ভোট রয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস 15 জন বিচারক গঠন করে যেখানে তাদের প্রত্যেকে, আইসিসির ন্যায়, ৯ বছরের মেয়াদে কাজ করে। তারা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত হয়, আদালতের মধ্যে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতি ৩ বছরে ৫ জন বিচারক নির্বাচিত হন। এছাড়া একই দেশের কোনো দুই বিচারক হতে পারেন না। অনানুষ্ঠানিকভাবে যে বিচারকদের আসন ভৌগলিক অঞ্চল অনুসারে বন্টন করা হবে, তাই পশ্চিমা দেশগুলির জন্য ৫ টি, আফ্রিকান দেশগুলোর জন্য ৩ টি, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর জন্য ২ টি, এশিয়ান দেশগুলোর জন্য ৩ টি এবং ল্যাটিন আমেরিকান এবং ক্যারিবিয়ানদের জন্য ২ টি আসন রয়েছে।

অর্থায়নঃ

অন্য যেকোনো সংস্থার মতো, এই দুটি আন্তর্জাতিক আইনী সংস্থারও তাদের বিষয়গুলি চালানোর জন্য তহবিল প্রয়োজন। তাদের তহবিলের

উৎস তাদের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ভিন্ন। আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত, একটি স্বাধীন সংস্থা হওয়ায়, প্রধানত রোম সংবিধিতে রাষ্ট্রপক্ষের অবদান এবং জাতিসংঘ, সরকার, ব্যক্তি কর্পোরেশন ইত্যাদির স্বেচ্ছায় অবদানের উপর কাজ করে। এদিকে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে জাতিসংঘ এর অংশ হওয়ায় জাতিসংঘ-ই অর্থায়ন করে।

ক্যাটাগরি	ICC	ICJ
জাতিসংঘের সাথে সম্পর্ক	স্বাধীন; জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বিষয়টি উল্লেখ করতে পারে	জাতিসংঘের প্রাথমিক বিচার বিভাগীয় শাখা।
সদস্য	105 জন সদস্য	193 সদস্য (জাতিসংঘের সকল সদস্য)
কর্তৃত্ব	রোম সংবিধি	জাতিসংঘের সনদ এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের সংবিধি।
কাজের পরিধি	অপরাধমূলক বিষয় - গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধের অপরাধের তদন্ত ও বিচার করা	বেসামরিক বিষয়- সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনী বিষয়ে পরামর্শমূলক মতামত প্রদান

এখতিয়ার	শুধুমাত্র আইসিসির সদস্য দেশ, মানে প্রায় ১০৫টি দেশ। ব্যক্তি অপরাধীকে ও বিচার করতে পারেন	জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশ, মানে ১৯৩টি দেশ। ব্যক্তি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত সত্ত্বার বিচার করতে পারবেন না
গঠন	1 জন প্রসিকিউটর এবং 18 জন বিচারক, যারা প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্র দ্বারা 9 বছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন যাঁরা বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রীয় দলগুলির অ্যাসেম্বলি গঠন করে	15 জন বিচারক যারা প্রত্যেকে 9 বছরের মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন এবং তারা সবাই বিভিন্ন দেশের।
অর্থায়ন	রোম সংবিধিতে রাষ্ট্রীয় দলগুলির দ্বারা অর্থায়ন এবং জাতিসংঘ, সরকার, স্বতন্ত্র কর্পোরেশন ইত্যাদি থেকে স্বেচ্ছায় অবদান।	জাতিসংঘের অর্থায়ন

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোটামুটি ভিন্ন, যেমন তাদের কাজের পরিধি, জাতিসংঘের সাথে সম্পর্ক, তহবিল, এখতিয়ার ইত্যাদি। কিন্তু তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য - আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার সুবিধা এবং বিশ্ব আইন অনুযায়ী কাজ করে তা নিশ্চিত করা।

BCS JOURNEY